



বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি
তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের জাতীয় সংগঠন



সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বুধবার, ২ এপ্রিল ২০০৮

‘বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮’

‘ভাই এই মনিটরটার দাম কত?’ জ্বী আপা, ওটার দাম আসলে চৌদ্দ হাজার টাকা। আর মেলা উপলক্ষে সাড়ে বারো হাজার টাকা। বেনকিউ স্টলে এরকম ভাবেই দাম জিজ্ঞেস করছিলেন একজন ক্রেতা। আর তার প্রশ্নেরই উত্তর দিচ্ছিলেন ঐ স্টলের সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং কর্মকর্তা রাশেদুল হাসান। ‘বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮’ কম্পিউটার মেলার চতুর্থ দিনে ও সকাল থেকে মেলা প্রাঙ্গনে ছিল উপচে পড়া ভীড়। বেশির ভাগ ক্রেতাই ছিল ছাত্র-ছাত্রী আর তাদের অভিভাবকরা। তাদের ঝাঁকটা বেশি ছিল এলসিডি মনিটর আর ল্যাপটপের দিকে।

মেলায় স্পন্সর হিসেবে কাজ করছে চারটি কোম্পানী- আসুস, বেনকিউ, লেক্সমার্ক এবং স্যামসাং। বেনকিউ এর নতুন পণ্যের মধ্যে বাজারে এসেছে ১৫ ইঞ্চির নতুন এলসিডি মনিটর। মডেল নাম: T51WA, দাম ১২,৫০০/- টাকা। মডেল নাম: G700, দাম ১৪,৫০০/- টাকা। মডেল নাম: E700, দাম ১৫,৫০০/- টাকা। মডেল নাম: E900W, দাম ১৭,৫০০/- টাকা। মডেল নাম: T201W, দাম ২১,০০০/- টাকা। মডেল নাম: FP222W, দাম ২৬,০০০/- টাকা। এছাড়া বেনকিউর নানা ধরনের প্রজেক্টর ছিল দর্শনার্থীদের জন্য অন্যতম আকর্ষণ। আসুস এর শোরুমে দর্শনার্থীদের প্রচণ্ড রকমের ভীড় লক্ষ্য করা যায় সবসময়। আসুসের ফ্লাট মনিটরগুলো সকলের নজর কাড়বে। ১৭ ইঞ্চি থেকে ২২ ইঞ্চি এই মনিটরগুলো। দাম ১৬০০০-৪৮০০০ টাকা পর্যন্ত। আসুস ব্র্যান্ডের সব মনিটরে স্পিন্ডার টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে। আসুসের পিএডি ফোন যার নাম্বার P6526 এবং P535। এতে GPS রয়েছে। এর মূল্য ২৭০০০-৪০০০০ টাকা পর্যন্ত। আসুসের প্রোডাক্ট ম্যানেজার জিয়াউর রহমান জানান- ‘আমরা অতি অল্প মূল্যে ভালমানের ল্যাপটপ দেয়ার চেষ্টা করছি। ২৭৫০০/- টাকার EEE ল্যাপটপ বাজারে এনেছি। এগুলো ছাত্র, কর্পোরেট কর্মকর্তা, এনজিও কর্মকর্তাদের জন্য; বেশির ভাগের সাথেই পেনড্রাইভ ফ্রি থাকছে। এছাড়াও পুরো কম্পিউটারের দাম পড়বে ২৭২০০/- টাকা। নতুন এসেছে ইউএম কম্পিউটার। লেক্সমার্কের প্রিন্টার বিশ্বখ্যাত। এবারের মেলাতেও লেক্সমার্ক এনেছে বিভিন্ন ধরনের প্রিন্টার। লেক্সমার্কের এক্সিকিউটিভ সৈয়দ আফজাল রাব্বী জানালেন এবারের মেলায় নতুন যে প্রিন্টারগুলো এসেছে সেগুলোর মডেল নম্বর 21320, দাম ৫০০০ টাকা, মডেল : 1x4270, দাম ৮০০০ টাকা। এগুলো ছাড়াও তাদের নিয়মিত পণ্যগুলোর প্রদর্শনী থাকছে মেলাতে। স্যামসাং এর নতুন এলসিডি মনিটর এসেছে এবারের মেলাতে। মনিটরগুলোর দাম পড়বে ১৬০০০-২৮০০০ টাকা পর্যন্ত। এছাড়াও রয়েছে লেজার প্রিন্টার যার দাম ৭৫০০-৮৫০০০ টাকা পর্যন্ত। লেজার হার্ডড্রাইভ ৩৫০০-২২০০০ টাকার মধ্যে। লেজার রয়াম মেমোরী ৬০০-২২০০ টাকা পর্যন্ত। লেজার অপটিক্যাল ডিস্ক ড্রাইভের দাম পড়বে ১৪০০-৮০০০ টাকার মধ্যে এছাড়াও রয়েছে ব্ল্যাক (খালি) সিডি। দাম ১৪ টাকা থেকে ৪৬ টাকা। স্যামসাংয়ের নতুন যে পণ্যগুলো এসেছে এগুলোর মাঝে এলসিডির মনিটরের মডেলগুলো হলো ৭৩২ এন প্লাস, ৯৩২ বি প্লাস, ৯৩২ এন ডব্লিউ, ২০৬ বি ডব্লিউ, ২২৬ বি ডব্লিউ।

আজও মেলায় নিয়ে আসা হয়েছিল স্কুলের শিশুদের। মেলা পরিদর্শনের জন্য মেলা কমিটির নিজস্ব উদ্যোগে। এর ধারাবাহিকতায় আজ এসেছিল ওয়েস্ট ধানমন্ডি ইউসুফ হাইস্কুলের ছাত্ররা। পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মোট ৫৪ জন ছাত্র এসেছিল মেলা দেখতে। এছাড়াও আবেদ হালিমা দাখিল মাদ্রাসা থেকে এসেছিল ৪৫ জন



বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের জাতীয় সংগঠন



ছেলেমেয়ে। এরা সবাই প্রথম থেকে দর্শম শ্রেণীর মধ্যে। উদয়ন স্কুল থেকেও এসেছিল ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী। এসেছিলো জুনিয়র ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের আরো ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী। ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি জনাব মোস্তাফা জব্বার বলেন, তোমরাই তো দেশের ভবিষ্যত। তোমরা কি জান দেশ এখন কোন দিকে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে যাচ্ছে? প্রশ্নটার উত্তর তিনি নিজেই দিলেন। ‘আইটি’! তিনি বলেন, তোমাদেরকে কম্পিউটার সম্পর্কে ভাল জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কারণ কোন জায়গায় চাকরি করতে গেলে প্রথমেই সেখান থেকে জেনে নেয় যে, আবেদনকারী কম্পিউটার জানে কি না। তোমাদের জন্য যে কম্পিউটার বিষয়ক বইটা লিখেছিলাম, তোমরা জেনে আশ্চর্য হবে যে, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র নই, কম্পিউটারেরও নই। আমি বাংলার ছাত্র। আমি মনে করি কোন বাধাই বাধা নয়। কম্পিউটার আজকের দিনে এমন কোন বিষয় নয় - যা চালানোর জন্য বিশেষজ্ঞ হতে হয়।

ইসিএস কম্পিউটার সিটির মহাসচিব জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম হাজারী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তার বক্তব্যে বলেন, তোমরা হলে আমাদের ভবিষ্যতের কর্ণধার। সুতরাং তোমাদেরকে অবশ্যই বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। এজন্য তোমাদেরকে ইন্টারনেটের সাথে পরিচয় থাকতে হবে।

মেলায় আগত শিক্ষিকশোরদেরকে ৪ এপ্রিল, ২০০৮-এর অনুষ্ঠিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

মেলা সংক্রান্ত তথ্যাবলী

দেশের সব চেয়ে বড় কম্পিউটার মেলা ‘বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮’। বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি (বিসিএস)-এর উদ্যোগে ঢাকার নিউ এলিফ্যান্ট রোডস্থ মাল্টিপ্ল্যান সেন্টারে অবস্থিত ইসিএস কম্পিউটার সিটিতে ৭ দিনব্যাপী এ মেলা চলবে ৫ এপ্রিল ২০০৮ পর্যন্ত।

কম্পিউটারের বাজার সম্প্রসারণ ও জনগণকে কম্পিউটার সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে ‘সবার জন্য কম্পিউটার’ এ শ্লোগান নিয়ে আয়োজিত হয়েছে এবারকার ‘বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮’। ইসিএস কম্পিউটার সিটি নামক দেশের বৃহত্তম কম্পিউটার বাজারের ৭টি ফ্লোরের প্রায় এক লক্ষাধিক বর্গফুট এলাকা জুড়ে মেলা চলবে প্রতিদিন বেলা ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। এতে মোট ২৭৬টি প্রতিষ্ঠান ৩০০টি স্টলে এ শিল্পের সর্বাধুনিক পণ্য, প্রযুক্তি ও কলাকৌশল প্রদর্শন করছে।

‘বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮’ আয়োজনে সহযোগিতা করছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ আইসিটি বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল। এ মেলার স্পন্সর হিসেবে রয়েছে বিশ্বখ্যাত চারটি ব্র্যান্ড পণ্য, যথা-আসুস্, বেনকিউ লেক্সমার্ক এবং স্যামসাং, আর অফিসিয়াল আইএসপি-আকিজ অনলাইন। মেলার প্রবেশমূল্য ১০ টাকা, তবে স্কুল শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে প্রবেশের সুযোগ থাকছে।

এবার মেলায় বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর। এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা পদ্ধতিতে সর্বাধুনিক ও সর্বশেষ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা ও এর সুফল সম্পর্কে ধারণা দিতেই এবারের মেলার আয়োজন। তাই ঢাকার ২০টি নির্বাচিত বিদ্যালয় থেকে বাসযোগে মেলা প্রাঙ্গনে শিক্ষার্থীদেরকে আনা-নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।



বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি
তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের জাতীয় সংগঠন



‘বিসিএস আইটিএক্সপো-২০০৮’ শুধুমাত্র প্রথাগত মেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। এ আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযুক্তির বিভিন্ন পণ্যের সাথে পরিচয় ও গুণাগুণ বর্ণনা, শিশুতোষ কম্পিউটার শিক্ষা পদ্ধতি ও প্রতিযোগিতা এবং শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। আরও থাকছে সেমিনার, গেমিং জোন এবং ইন্টারনেট ব্রাউজিং সুবিধা। প্রতিদিন সন্ধ্যায় চলবে মেলার উপর প্রেস ব্রিফিং এবং সাংবাদিক আড্ডা। এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি’র সম্মানিত সভাপতি জনাব মোস্তাফা জব্বার ‘বিসিএস আইটিএক্সপো ২০০৮’-এর মুখপাত্র হিসেবে এই প্রেস ব্রিফিং করেন।

সংবাদ প্রেরক:

বি. এন. অধিকারী
চিফ অপারেটিং অফিসার
বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি